আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া হাফিযাহুল্লাহ

জীবন গড়ার পাথেয়

[বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, খলিফায়ে হারদুয়ি, আরিফ বিল্লাহ, আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া দা. বা.-এর দরদমাখা কথামালা]

আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া হাফিযাহুল্লাহ

জীবন গড়ার পাথেয়

[বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, খলিফায়ে হারদুয়ি, আরিফ বিল্লাহ, আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া দা. বা.-এর দরদমাখা কথামালা]

সংকলন
সুহাইলুল কাদের

চেতনা প্রকাশন

বই : জীবন গড়ার পাথেয়
লেখক : আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া হাফিযাহুল্লাহ
সম্পাদক : সুহাইলুল কাদের
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২
প্রকাশনা : ৩২
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বইকারিগর
☎ ০১৬৪২-৮১০২৩৭
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
☎ ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার

মূল্য : ২০০.০০৳

Jibon Gorar Patheyo by Allama Mufti Shamsuddin Zia
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

উৎসর্গ

আমির সাহেব নামে খ্যাত দাদা মরহুম গোলাম কুদ্দুস রহ.

ছোটবেলায় তাঁর তেলাওয়াত ও জিকিরের গুনগুন শব্দ শুনে আমার ঘুম ভাঙত। পথভোলা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য কত কত সাল (বছর) যে গ্রামে-নগরে ঘুরেছেন—এর সঠিক হিসেব তাঁর কাছেও ছিল না।

সূচিপত্র

আল্লাহকে পেতে হলে ➢ ২৩

যেভাবে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন ➢ ৩৯

তাহাজ্জুদ : শেষ রাতে বান্দার প্রতি আল্লাহর ডাক ➢ ৫৫

দুনিয়ার বুকে পাঁচ টুকরো জান্নাত ➢ ৭৩

হারাম ভক্ষণের ভয়াবহ পরিণতি ➢ ৭৯

সুখময় দাম্পত্য জীবনের সন্ধানে ➢ ৯৭

ছোট জিকির, পুরস্কার ও প্রতিদান অসীম ➢ ১১৪

শানে রেসালত :
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য ➢ ১৩৯

রোগ-বালাই ও আর্থিক সংকট থেকে উত্তরণের উপায় ➢ ১৬২

অবতরণিকা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ: اَللّٰهُمَّ لَاسَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ.

ইসলামের সঠিক বার্তা ও দাওয়াত সমগ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। আলেমদের ওপর এটি নববি দায়িত্বের অংশ। বর্তমান ফিতনার সময়ে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও আলোচনার ব্যাপক প্রচার-প্রসার হওয়া অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে বিভিন্ন মজলিসে দ্বীনি কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়। আমার স্নেহের ছাত্র সুহাইলুল কাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু আলোচনা ও কথামালা সংকলন করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

পুরো বইটি আমি আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করেছি। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে দিয়েছি। মানুষ হিসেবে আমাদের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। কারও কাছে কোনো রকমের ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ করছি। যেন পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা যায়।

চেতনা প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী বোরহান আশরাফি বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। বইয়ের সংকলক, প্রকাশক-সহ আরও যারা এ কাজে শ্রম দিয়েছেন—আল্লাহ তাআলা সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সর্বস্তরের পাঠকের জন্য বইটি হেদায়েত ও নাজাতের অসিলা করুন। আমিন।

সংকলকের সংগ্রহে থাকা আমার বয়ান ও আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমার কোনো বয়ান, আলোচনা বা কথামালা কারও সংগ্রহে থাকলে সংকলকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান করছি।

মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া (হাফিজাহুল্লাহ)
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম
১৭/০৫/১৪৪৪ হিজরি

সংকলকের আরজ

আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া হাফিজাহুল্লাহ। হাদিস, ফিকহ, অর্থনীতি ও ইসলামি জ্ঞান-কোষের ‘চলন্ত জাহাজ’। আধ্যাত্মিক রাহবার। আল্লাহর পথের একনিষ্ঠ দিশারি। সাহেবে-দিল বুজুর্গ-ব্যক্তিত্ব। সালাফের জীবন্ত নমুনা। হক ও হক্কানিয়তের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি আঁকড়ে ধরেন ন্যায়-ইনসাফ ও মধ্যপন্থা। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পরিহার করে চলেন পূর্ণরূপে। তাঁর অন্তরের ব্যাপ্তি ও বিশালতা অতুলনীয়। শরিয়তের সীমানায় থেকে সকল মত-পথের মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। সত্তরোর্ধ্ব বয়সের এ মহান মনীষী পুরোটা জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন—ইলম ও তালেবে ইলম, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে।

জীবনের পড়ন্ত সময়েও পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রবাদ-তুল্য। দরসে বা আলোচনায় যারা বসেছেন, হুজুরের ‘ফিকহ-প্রতিভা’ ও ইলমের গভীরতা সম্পর্কে তারা অবগত। আমার ক্ষুদ্র জীবনে মহান আল্লাহর একটি অনুপম অনুগ্রহ হলো, তিনি আমাকে হুজুরের সামনে হাদিস ও ফিকহের দরসে হাঁটু গেড়ে বসার তাওফিক দিয়েছেন। বয়ান, আলোচনা ও ইসলাহি মজলিসে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য নসিব করেছেন অনেকবার।

পুরো জীবনের গবেষণা, অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দীপ্তির আলোকে বয়ান করেন হুজুর। হুজুরের আলোচনা শুনলে মনে হয় ইলমের ফল্গুধারা আলো বিলাচ্ছেন অনবরত। কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি, তাফসির ও ফিকহের সার-নির্যাস, সালাফ ও আকাবিরের দিলজাগানো বাণী ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলি—হুজুরের বয়ানের মূল উপাদান। বিশেষ করে আত্মশুদ্ধি, সমাজগঠন ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে তিনি অল্প কথায় অমূল্য রতন বিলিয়ে দেন শ্রোতামণ্ডলীর সামনে।

হুজুরের মুখনিঃসৃত বয়ান যখনই শুনতাম, অন্তরের গভীরে সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠত—‘হুজুরের প্রতিটি কথা, বয়ান ও আলোচনা সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। দরস ও বয়ান শুনে হাজার হাজার ছাত্র-ভক্ত উপকৃত হচ্ছে—তা আপন জায়গায় ঠিক আছে। তবে যদি দরসের

ইলমি আলোচনা ও বয়ানের দরদমাখা কথামালা সবই সংকলিত হয়ে আসত, তাহলে হুজুরের ইলম ও আলোচনা থেকে উম্মাহ উপকৃত হতো অনন্তকাল পর্যন্ত।' অন্তরের এ তাড়না থেকে ছাত্র জামানায় অল্পস্বল্প নোটও করেছিলাম।

সময় গড়াতে থাকল। অন্তরের 'সুপ্ত বাসনা' আমাকে নাড়া দিতে লাগল বারংবার। একপর্যায়ে আমি হুজুরের বয়ান ও আলোচনার রেকর্ড সংগ্রহ করা শুরু করলাম। একাকী বসে নিজে নিজে শুনতাম মণিমুক্তা-সদৃশ হুজুরের দরদমাখা কথামালা। সংকলনের কাজ শুরু করব কি না, আমার কলমের আঁচড়ে হুজুরের ভাবগম্ভীর কথামালার চিত্রায়ণ করা কি সম্ভব হবে—অন্তরে এরকম নানান প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি। সব দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে হুজুরকে অন্তরের সুপ্ত বাসনার কথা জানালাম। হুজুর রাজি হলেন। সন্তোষ প্রকাশ করলেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিলেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে লেখালেখি শুরু করে দিই। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে 'সুপ্ত বাসনা' ডালপালা বিস্তৃত করল। 'জীবন গড়ার পাথেয়' আপনাদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার তাওফিক হলো। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার সংগ্রহে থাকা হুজুরের বয়ান-গুচ্ছের এক-সপ্তমাংশ স্থান পেয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। 'যে কথায় জীবন জাগে' সিরিজে হুজুরের সমস্ত বয়ান ও আলোচনা গ্রন্থাকারে ছাপানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। 'জীবন গড়ার পাথেয়' হলো এ সিরিজের প্রথম বই। হুজুরের বয়ান, আলোচনা বা কথামালার কোনো রেকর্ড, অডিও কিংবা ভিডিও কারও সংগ্রহে থাকলে আমাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ থাকবে।

অসুস্থ শরীর নিয়ে হুজুর পুরো বইটি সম্পাদনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে সুস্থতার সাথে উত্তম জীবন দান করুন। অনুপ্রেরণার বাতিঘর, স্বপ্নশীল সাহিত্যিক, আমার মুশফিক উসতাদ মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ সাহেবের লেখা ভূমিকাটি অবশ্যপাঠ্য। রুচিশীল প্রকাশক মাওলানা বোরহান আশরাফি-সহ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন। আমাদের টুটাফাটা প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। বইটিকে উপকারী ও কল্যাণময় বানান। আমিন।

সুহাইলুল কাদের
২০/০৫/১৪৪৪ হিজরি
sohailulkader@gmail.com

একজন ব্যক্তি, একটি বই, কিছু বয়ান

বই নিয়ে লিখব না ব্যক্তি নিয়ে? খেই হারিয়ে ফেলছি যেন। কলমের আঁচড়ে বইয়ের পরিচয় আঁকা কিছুটা সহজ হলেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব চিত্রায়ণ করা খুবই দুরূহ। কাগজের মতো হালকা মাধ্যমে মনীষার মানচিত্র আঁকা খুবই কঠিন। মুহতারাম উস্তাযের নামে এখন যে বইটি বের হচ্ছে, সেটা তাঁর প্রতিভা ও তরঙ্গিত জ্ঞানসাগরের তুলনায়, বলতে গেলে, একবিন্দু জলও না। তাঁকে যারা চিনেন না, কিংবা চিনেন তবে শোনা-শোনা, ভাসা-ভাসা, তারা এ বইয়ের মাধ্যমে তাঁকে চেনা-জানার চেষ্টা করলে, তাঁর প্রকৃত প্রতিভার হালকাতম প্রতিচিত্রই খুঁজে পাবে। জানার বাইরে থেকে যাবে তাঁর জ্ঞানজগতের বিশাল এক মানচিত্র।

***

বাংলাদেশের ইসলামি জ্ঞানাঙ্গনে যাদেরকে ‘বিদ্যাসাগর’ বলা যায়, মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া দা. বা. তাদের একজন। এ বিদ্যাসাগর শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন প্রয়োগ বিবেচনা করতে হবে। এখন তো যে কেউ বিদ্যাসাগর। বিদ্যার ডুবুরি হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন জাগ্রতহৃদয় ও উষ্ণসিনা ওলিও, যাঁর এক হাতে শরিয়তের সুরাহী অন্য হাতে আল্লাহপ্রেমের পানপাত্র। এমন ব্যক্তিত্ব প্রতিবছর নয় শতাব্দীর পরই জন্মায়। তিনি সামান্য বাংলাদেশে অসামান্য একজন ক্ষণজন্মা মনীষী।

এ বিদ্যাসাগরের কিন্তু রচিত বইপুস্তক তেমন নেই। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি না হওয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ। বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত হলেই যে রচনা থাকতে হবে, তা কিন্তু নয়।

সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব) কিছুই লিখে যাননি। অথচ তিনি পৃথিবীর বহুলচর্চিত একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব—যে দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গিতেই হোক। চর্চিত হওয়ার পেছনে কারণ ছিল তাঁর প্রতিভাধর ছাত্র প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব)। একজন প্লেটো আবিষ্কার করেছিলেন সক্রেটিসকে। এখন পৃথিবীময় চর্চিত ও সমাদৃত শিক্ষক ও শিষ্য উভয়জনই।

বাংলাদেশের একটা উদাহরণ দিই। জাতীয় অধ্যাপক জ্ঞানতাপস জনাব

আবদুর রাজ্জাক। বহু জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন তিনি। কিছু প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছুই লিখে যাননি। অথচ একজন আহমদ ছফা এসে তাঁকে কিংবদন্তি করে তুললেন 'যদ্যপি আমার গুরু' লিখে। পরে তো অনেকেই লিখলেন তাঁকে নিয়ে। পিএইচডি-ও হয়েছে অনেক। উদাহরণ এন্তার আছে। যা দিয়েছি তাও অনেকের কাছে 'অসুন্দর' মনে হতে পারে। ক্ষমাপ্রার্থী।

আমাদের ইসলামি অঙ্গনে, বিশেষত কওমি অঙ্গনে অনেক অনেক সক্রেটিসের জন্ম হয়। এখনো আছেন বহু সক্রেটিস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের একজন প্লেটো নয়। এখন সবাই সক্রেটিস হতে চায়, প্লেটো নয়। সংগত কারণেই এ অঙ্গনের বড়দের বাণী-বয়ান ও জ্ঞানের ভান্ডার কেবল ছাত্র-ভক্ত-পরিজনের মুখে মুখে চর্চিত হয়ে একসময় হারিয়ে যায় বিস্মৃতির বালুচরে। এক-দুই প্রজন্ম পরে এসব মনীষীকে পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে যুগে-যুগে প্লেটোরাই সক্রেটিসদের আবিষ্কার করে। এ সূত্র ধরে প্লেটোরাও কিংবদন্তি হয়ে যায়। বাংলাদেশের ইসলামি অঙ্গনে বহু প্লেটোর প্রয়োজন, যারা সক্রেটিসদের আবিষ্কার করে উম্মাহর কাছে উপস্থাপন করবেন। ওয়াজ-নসিহত-বয়ান সংকলনকে ঠিক আমি আবিষ্কার বলব না, তবে উম্মাহর রাহবারদেরকে উম্মাহর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা তো যুৎসই ও বলিষ্ঠ।

সালাফের ওয়াজ-নসিহত-বয়ান-জীবনী খলফের কাছে তুলে ধরার একটা দীপান্বিত ধারা চলে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। বাংলাদেশে এর গতি খুব মন্থর। এ শূন্যতাকে পূর্ণতায় পরিপুষ্ট করার প্রচেষ্টা দুর্লক্ষ আমাদের অঙ্গনে। যারা চেষ্টা করে তাদেরকে আমার খুব আপনা মনে হয়। তাদেরকে সাধুবাদ জানাই, সহযোগিতা করি। আমি নিজেও টুকটাক চেষ্টা করেছি, আলহামদুল্লিাহ! আমার মুহসিন-মুরুব্বি উস্তায মুফতি জিয়া সাহেবের মূল্যবান বয়ানসমগ্র বের হচ্ছে দেখে হৃদয়টা আনন্দে দুলে ওঠছে।

***

মুফতি শামসুদ্দিন জিয়ার সব রকমের আলোচনা ও বয়ানের শ্রোতা আমি। বলতে চেয়েছিলাম 'রাজসাক্ষী'। কিন্তু ওই 'রাজ' শব্দের ভেতরেই যে লুকিয়ে আছে ক্লেদাক্ত 'অরাজকতা' তাই এড়িয়ে গেলাম। তাঁর অনন্য অসাধারণ পাঠদান, মাদরাসা-পরিবেশের ঘরোয়া তরবিয়াতি ওয়াজ, দরদ-উচ্ছল জুমার বয়ান, বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের জ্ঞানগর্ব আলোচনা, বড় সভা-

সম্মেলনের বাহারি বয়ান, ছোট-বড় ইসলাহি মাহফিলের দরদভরা তরবিয়াতি কথা, বলতে গেলে, সবগুলোরই আমি একজন মুগ্ধ শ্রোতা, অনুলেখকও কিছুটা।

ছাত্রজীবনে তাঁকে পেয়েছি একজন সর্বভুক পাঠক হিসেবেও। নিজ সময়ের জন্য জরুরি ও উপযোগী যেকোনো জ্ঞানের পিপাসা তাঁকে কাতর করে তুলত। আচ্ছন্ন আত্মমগ্ন অবস্থায় কক্ষভরতি বইয়ের আনন্দময় নির্জন জগতে চলত তাঁর উদ্যত নিঃসঙ্গ যাত্রা। তিনি যখন আলোচনা করেন, কথা বলে শেষ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ সুস্মিত হয়ে ওঠেন জ্ঞানের পিপাসায়, চেতনার দীপ্তিতে, সপ্রতিভ কথার সুন্দর-উজ্জ্বল সুরভিতে। এমনকি তাঁর নির্দিষ্ট গ্রন্থের পাঠদানও ছিল অনেকটা বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মতো। সবখানেই লক্ষ করেছি, তাঁর বর্ণনার শক্তি ও সৌন্দর্য শ্রোতৃবর্গের চেতনাকে স্পর্শ করে। এ দেশের মনীষীদের ভাগ্য অপ্রসন্ন! না হয় এমন ব্যক্তি ভারত-পাকিস্তানে হলে তাঁর প্রতিটি দরস পুস্তিকা হয়ে বের হয়ে যেত; এবং বছরান্তেই সেসব পুস্তিকা অনন্য গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে আলোর মুখ দেখত।

মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া একজন যুগসচেতন ও জাগ্রতমস্তিষ্ক বক্তা। অন্য দশজন ওয়ায়েজের মতো তিনি ওয়াজ করেন না। পাঠদানের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর নিজস্ব ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শৈলী রয়েছে, ওয়াজ ও আলোচনার ক্ষেত্রেও রয়েছে পরিবেশশোভন ও শ্রোতাশোভন পদ্ধতি। তিনি শুধু ওয়াজ করেন না; ওয়াজ গড়েনও। উক্তি-প্রজ্ঞা ও যুক্তি-প্রভার মর্মর পাথর দিয়ে গড়ে তোলেন প্রতিটি ওয়াজের সুরম্য মিনার। যুক্তি-অবতারণা ও প্রমাণ-পর্যালোচনায় তাঁর নজির মেলা ভার। বলেন খুব ঋজু শৈলীতে; তবে সেই ঋজু শৈলীরও সমকক্ষতা নেই সমকালে। তাঁর প্রতিটি কথা সচ্ছল স্রোতস্বিনির মতো প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। উদ্দীপনায় চাঙ্গিয়ে তোলে শ্রোতার অন্তরাত্মা।

তাঁর ওয়াজ বলতে আজকের ওয়ায়েজদের মতো সুরেলা কথামালা কিংবা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের গর্জন নয়। তাঁর ওয়াজ সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের। মাঝে-মধ্যে মনে হয়, একেবারে বৈঠকী ঢঙের আলাপ-আলোচনার মতো, যেমনটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিশুদ্ধভাষী বক্তা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা।

এ আলোচনাসমগ্রে কতটুকু এসেছে পাঠকরাই বলবেন, তবে তাঁর প্রায় আলোচনায় আমি তিনটা জিনিস লক্ষ করেছি : হজরত থানবির তাসাউফ-দর্শনের সহজবোধ্য নির্যাস। হজরত আলি মিয়া নাদবির ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার

স্ফূরণ। হজরত তাকি উসমানির শরিয়তশোভন আধুনিক মেজাজ। অন্যান্য মুখলিস বুজুর্গরা যেমন করে থাকেন, কথায় কথায় উত্তরসূরি বুজুর্গদের বরাত দেওয়া, তাও তাঁর বয়ানে লক্ষ করেছি। তাসাউফ-চর্চার ক্ষেত্রে মনে হয়, তিনি নিজের উস্তাদ ও শাইখ যুগের কলন্দর হজরত আলি আহমদ বোয়ালভী রহ. দ্বারা বেশি প্রভাবিত, তাই তিনি কথায় কথায় বোয়ালভী রহ.-এর কথা বলতেন বেশি, এখনো বলেন।

মারেফাত-মুখরিত কলব থেকে উৎসারিত ছোট ছোট কথাগুলো যেন কুড়ানো মানিক। সুরের স্রোতহীন খুব সাধারণ ভাষাভঙ্গির সেই কথাগুলো শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গভীরে অন্যরকম দোলা দেয়। আলোকিত করে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলবের গলিকন্দর। হৃদয়-খেতে বুনে দেয় ইবাদত-উদ্যমের নতুন নতুন বীজ। সৃষ্টি হয় চেতনার বিশাল বীজতলা।

***

আমার মুহসিন-মুরুব্বি উস্তায আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া যদি যৌবন থেকে লেখালেখিতে অভ্যস্ত হতেন, তাহলে বাংলাদেশে একজন তাকি উসমানি পাওয়া কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কুদরতের হেকমত হয়তো অন্যকিছু ছিল। আল্লাহ যা চান তাই হয়। এখানেও তাই হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ!

আজীবন তপস্যার মতো জ্ঞানের সাধনা করেছেন তিনি। লেখালেখির ব্যাপারে অনীহা, অপরিবেশ কিংবা অন্যকোনো দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁর সরব লেখকসত্তা অনুপস্থিত। তাঁর দরকার সক্রেটিসের মতো শিষ্য-ভাগ্য।

লিখতে পারার সমূহ যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি লিখেননি। তাহলে যারা লিখছেন তাদেরকে তিনি 'অন্যচোখে' দেখবেন? বাংলাদেশে তো এমনই হওয়ার কথা। না, তিনি ব্যতিক্রম। এরকম ব্যতিক্রমী গুণ ও চরিত্র তাঁর মাঝে সহস্র। বরং তিনি ছাত্র-শিক্ষক ও সামসময়িকদের যারপরনেই উৎসাহিত করেন লেখালেখির প্রতি। আমার মতো একজন নগণ্য ছাত্রকে লেখালেখির জন্য কী পরিমাণ সাহস জুগিয়েছেন, বলে শেষ করা যাবে না। আজ তাঁর বইয়ের জন্য কিছু লেখার 'ধৃষ্টতা', তারই সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে সম্ভব হয়েছে।

***

লিখেননি, তবে লেখার ক্ষমতা তাঁর যথেষ্ট। তাঁর ভাষাবোধ ও সাহিত্যরুচি অবাক করার মতো। তাঁর সাহিত্যরুচি ও প্রতিভার ধার যে কত তীক্ষ্ণ, তার বিভিন্ন গল্প জমা আছে আমার কাছে। অপ্রাসঙ্গিক মনে না করলে একটা গল্প বলি। তিনি ফিকাহ, হাদিস, অর্থনীতি-সহ ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একজন পারদর্শী ব্যক্তি। মান্য কথা। আরবি-উর্দু ভাষা বোঝার ক্ষেত্রেও পারঙ্গমতা আছে। তাও স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাঁর সাহিত্যরুচি ও 'ভাষাবোধ' থাকার কথা নয়। কারণ, তিনি যে কওমি ঘরানায় বেড়ে ওঠেছেন, সেখানে তখন বাংলাচর্চার তেমন কোনো পরিবেশ ছিল না। তবু বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর শিল্পগভীর সমালোচনা ও প্রখর ভাষাবোধ দেখে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হতে হয়। মাঝে-মধ্যে তাঁর আলোচনায় সেসবও ওঠে আসে। একটা গল্প শোনাব শুধু।

এক ভাগ্যপ্রসন্ন বিকেলে তিনি এসে উপস্থিত হলেন আমাদের মারকাজে (মারকাজুল আফনান চট্টগ্রাম)। কোনো দাওয়াত নেই, আয়োজন নেই, ক্রেস্টের কারামাতি নেই, লাইভের লোভও নেই; খামভরতি হাদিয়া হবে না তাও তাঁর জানা; তবু তিনি এসে হাজির। এমনই তাঁর মহানুভবতা ও ছাত্রদের কর্মের প্রতি আন্তরিক সমর্থন।

ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে হজরতের সামনে বসে আছি, মুখিয়ে আছি। প্রসঙ্গ উঠল আমার বইপ্রকাশ নিয়ে। কী কী কাজ চলছে, কী কী বই প্রকাশ হয়েছে? মমতাগাঢ় জিজ্ঞাসা তাঁর কণ্ঠে। সামনের বইয়ের টেবিলে ছিল সদ্যপ্রকাশিত 'সীরাত বিশ্বকোষ' (আযহার প্রকাশিত)। আমার অনূদিত খণ্ড উঠিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। বললেন, অনুবাদ-পরিষদে আমার চেনা আর কারা আছেন? আমি দুইজনের নাম বললাম। দুইজনই হজরতের ছাত্র। একজনের লেখা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করলেন, 'তার লেখায় অর্থের চেয়ে শব্দ বেশি। যে কথা দু-বাক্যে লেখা যায়, এর জন্য সে ব্যবহার করে চার-পাঁচেক বাক্য।' আমি বললাম, তাহলে কি 'থানভী উসলুব' ভালো? বললেন, 'এ যুগে সেটাও চলবে না। কারণ, হজরতের ভাষায় শব্দ খুব কম, অর্থ অনেক বেশি। অর্থ এত বেশি যে, যিনি ব্যাখ্যা করবেন তাকে এক বাক্যের জন্য বহু বাক্য খরচ করতে হয়। প্রতিভাহীনতার এ যুগে সেটাও চলে কী করে? তাঁর যুগে চলেছে এবং সেটা তখন ছিল স্বাভাবিক ও যৌক্তিক।' আমি বললাম, তাহলে তৃতীয় একটা স্তর তো থাকতে হবে? তিনি কিছু একটা উত্তর দেবেন, তার আগেই আমি হুট করে বলে ফেললাম, হজরত তাকি উসমানি সাহেবের ভাষা কি তৃতীয় স্তরে পড়তে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, স্বাভাবিক কিছু

ব্যতিক্রম ছাড়া এ স্তরে পড়ে তাঁর ভাষাশৈলী।

আমাদের মূল প্রসঙ্গ ভাষা ছিল না, তাই তিনি ফিরে গেলেন আসল প্রসঙ্গে। তখন মনে পড়ে গিয়েছিল ফিকহি আলোচনার এক নিগূঢ় তত্ত্বকথা। বরাত স্পষ্ট মনে নেই, কথাটা মনে আছে—ফকিহদের নাকি স্বযুগের ভাষায় বড় দক্ষ হতে হয়। তিনি একজন আপাদমস্তক ফকিহ বলেই কি বাংলা ভাষাবোধও পেয়ে গেলেন আসমান থেকে?

হালকা শীতে বিকেলের আভায় পুরো পৃথিবী যেভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, আমরাও সেভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম তাঁর ভাষাজ্ঞানের প্রভায়। আমাদের ছাত্রদের পুলকদীপ্ত চেহারাগুলো দেখে মনে হলো, ইতোমধ্যে তারাও ভাষাসৌন্দর্যের পিপাসু হয়ে ওঠছে।

ভাবলাম, দ্বীনি জ্ঞানের কারিশমা এমনই। আত্মার জানালা যাদের খোলা, তাদের হৃদয়ঘরে ঊর্ধ্বলোক থেকে জ্ঞানের অবতরণ এভাবেই হয়। সাহিত্য ও সাহিত্যবোধ মূলত হৃদয়ের জিনিস। হৃদয় যারা গড়তে পারে, সফল ও জীবন্ত সাহিত্য তারাই রচতে পারে। এ জন্যই বলেছি, তিনি যদি লিখতেন, বাংলাদেশ একজন তাকি উসমানি পেয়ে যেত নিঃসন্দেহে।

***

আমি যখন থেকে লিখতে শুরু করেছি, এবং এ দেশের লেখালেখির হালহাকিকত সম্পর্কে কিছুটা সজাগ হয়েছি, তখন থেকে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই বলতাম, হুজুর! আপনি লিখেননি কেন? লিখছেন না কেন? তিনি অভিমানমাখা মুচকি হাসির ভেতরে দুঃখের বিশাল এক জগৎকে লুকাবার চেষ্টা করতেন। আমি সেটা বুঝতাম বলে প্রসঙ্গ অন্যদিকে নিয়ে যেতাম। আসলে, আমাদের দেশে আমাদের ‘পরিবেশে’ এমনটাই হয়ে আসছে যুগ-যুগ ধরে।

আমি যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, কখনো ছাত্রসুলভ আবদার দেখিয়ে, কখনো মেধাকে উসকে দিয়ে, কখনো-বা একটু বিনয়ী ‘খোঁচা’ মেরে লেখালেখির ময়দানে তাঁকে হাজির করার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য ও স্বভাবে আর সেই জোশ আর জোয়ানি নেই। ফাঁকহীন ব্যস্ততাও তাঁকে বসতে দেয়নি আর।

পরের ধাপে চেষ্টা করলাম, হুজুরের সংক্ষিপ্ত ওয়াজ-নসিহত, দীর্ঘ আলোচনা ও জীবনী সংকলন করার উদ্যোগ নেওয়া এবং এর জন্য সহজ কোনো পথ

বের করা। হুজুরকে রাজি করালাম, যে কোথাও হুজুরের ওয়াজ হয়, ইসলাহি বৈঠক হয় সেগুলো মোবাইলে বা ডিজিটাল রেকর্ডারে রেকর্ড করে ফেলা। তিনি রাজি হলেন। বরং কিছুদিন পর মনে হলো, তিনি বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। আমি নিজেও কিছু বয়ান লিখেছিলাম, রেকর্ডও করেছিলাম কিছু। হজরতের ছেলে এবং সফরে যারা সাথে থাকেন তাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করে রেখেছিলাম, যাতে হজরতের প্রত্যেকটি কথা রেকর্ড করে রাখেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, কাজ কতটুকু হচ্ছে না হচ্ছে তেমন খবর রাখতে পারিনি। আসলে এ দেশে আমরা তো সবাই 'দুধ খাওয়া' মাজনুন, প্রকৃত মাজনুন এ দেশে আনকা পাখির চেয়েও দুর্লভ। আল্লাহ মাফ করুন আমাকে, এবং সবাইকে।

আমি বলছি না, এ মনীষীর ওয়াজ-আলোচনা সংকলনের উদ্যোগ-পরিকল্পনায় শুধু আমিই চেষ্টা করেছি, হয়তো চেষ্টা করেছেন আরও অনেকে। সবাইকে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন! সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত কয়েকটি বই বের হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'মুমিনের সফলতা'। প্রকাশ করেছে মাকতাবাতুল ফুরকান। এখন বের হচ্ছে 'জীবন গড়ার পাথেয়'। আরও কিছু পাণ্ডুলিপি গ্রন্থরূপ পাওয়ার পথে রয়েছে। আশা করি, এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এসব কাজে তরুণদের এগিয়ে আসতে দেখে আমি খুব আশান্বিত হই, এবং ভাবি, আমার উত্তাপিত কণ্ঠস্বরে সাড়া দেবার লোক পাওয়া গেছে, পাওয়া যাচ্ছে।

***

কাগজে কলবকে ধারণ করা যায় না তেমন। কথার হালকা চিত্র ধরা যায়মাত্র। যারা মুফতি জিয়া থেকে আলো নিতে চান, তারা সময়-সুযোগ করে তাঁর সুহবতে যেতে পারেন। যেতে হবে। মারেফাতের আগুনে টগবগকরা সিনা থেকেই আপনাকে আগুন নিতে হবে। সে আগুন সিনায় একবার জ্বালাতে পারলেই পরকালের আগুন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবেন। দুনিয়াবি আগুন যেমন এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়, ইশকে মারেফাতের আগুনও যায় এক সিনা থেকে আরেক সিনায়। কবি দারুণই বলেছেন,

"আগুনের যা বৈশিষ্ট্য, প্রেমেরও তাই

আগুন যায় ঘর থেকে ঘরে,

প্রেম যায় অন্তর থেকে অন্তরে।"

আমরা যারা সরাসরি তাঁর সিনা থেকে আগুন নিতে পারছি না, তাদের জন্য সংকলক সুযোগ করে দিয়েছেন, কিতাবের হরফ থেকে হলেও কিছু আগুন নেবার, তাপ নেবার, ভাপ নেবার। কৃতজ্ঞতা তার প্রাপ্যই। প্লেটোর ভূমিকা তার প্রশংসনীয়। আসলে পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথ সৃষ্টি করে। পথিকের পায়ে পায়ে পথের সৌরভ। সেই সৌরভ পথিক সেখানে, যে-অবস্থায়, যেভাবে ছড়িয়ে দেয়, সেখানেই তৈরি করে পথ। বড়দেরকে উপস্থাপন করার পথ তৈরি হচ্ছে, আরও হবে ইনশাআল্লাহ!

সংকলনটিতে বড় বড় নয়টি বয়ান স্থান পেয়েছে। সবগুলো বয়ানের কেন্দ্রবিন্দু বান্দাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেওয়া। খুব জ্ঞানগম্ভীর, গবেষণাধর্মী ও উচ্চমার্গীয় আলোচনা তিনি এখন করেন না। একসময় করেছেন। সেসব তো হারিয়ে গেছে অবহেলা ও বিস্মৃতির অন্ধকারে। আফসোস! আমরা কী জবাব দেবো? উম্মাহর প্রতিটি পরিপক্ব রাহবারের ক্ষেত্রে যেমন হয়, জীবনের শেষপর্বে এসে ইসলাহি আলোচনার প্রতি ঝুঁকেন বেশি, হজরত জিয়াও সে পথে হাঁটছেন এখন। এটাই আমরা তাঁর কাছে চাই। সিনার ভেতর সঞ্চিত ইশকের আগুনটা যেন আমাদের কলবেও জ্বালিয়ে যান। তাঁর জাগ্রত হৃদয়ের উষ্ণতা, বক্তব্যের তরঙ্গময়তা ও মর্মগভীরতা যেন আমাদের শিরায় শিরায় জাগরণ তোলে, হৃদয়ে স্বপ্নের বীজ বোনে।

প্রতিটি আলোচনায় যেভাবে কুরআন-হাদিসের বরাত এবং ফাঁকে-ফাঁকে উর্দু-ফার্সি কবিতা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমি ধরতে পারছি, সংকলক যথেষ্ট যত্ন সহকারে অনুলিখন করেছেন। কুরআন-হাদিসের বরাতাধিক্য হজরতের বয়ানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো তিনি উর্দু-ফার্সি কবিতাও পড়েন, তবে ‘বাজারি’ ঢঙে নয়, ‘দাউদি লাহানে’। রুমি ও ইকবালের কবিতা যখন আবৃত্তি করেন, তখন মনে হয় যেন ইশক-মারেফাতের উন্মাতাল ঢেউ নেচে-নেচে যাচ্ছে তাঁর সিনা ও চেহারায়। সংকলক হাদিসগুলোর তাখরিজ করে বইটির মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

***

সহজ-সরল শব্দে-বাক্যে অল্প-অল্প কথা। বিশাল ভাব ও অফুরন্ত বিভাব। সুদূরপিয়াসী প্রভাব। হৃদয় থেকে উৎসার, হৃদয়ের দিকে অভিসার। এই হলো বুজুর্গদের বাণী বা বয়ান। বিশ্বাসের সুগভীরতা ব্যক্তিত্বে চৌম্বক শক্তি ও বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। সুগভীর বিশ্বাসলব্ধ চেতনার শব্দিত রূপ এসব বাণী। তাদের বয়ান মানুষের জীবন ও জগৎ, দুনিয়া ও আখেরাত

উপলব্ধিরই জীবন্ত উপাদান। হজরত মুফতি জিয়ার বয়ান সম্পর্কেও এসব কথা সংগত। আশা করি, দিকভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি-জাতিকে এ বয়ানগুলো আলোর পথ দেখাতে সহায়তা করবে। জীবন-জটলায় আশ্রিত মানুষ পাবে মুক্তির নতুন নতুন আশ্রয়, পাবে 'জীবন গড়ার পাথেয়'।

দিনের দীপ্তি ঝাপসাপ্রায়। রাতে সুপ্তিতেও একচিলতে শান্তি নেই। চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে আসছে। পুরোনো চেরাগুলোও মিটমিট করছে। ওই মিটমিটে আলোগুলোও নিভিয়ে দেওয়ার উদ্ধত আয়োজন চারপাশে। এরই মধ্যে হঠাৎ করে 'সূর্যের আলো'। সেই আলোয় 'জীবন গড়ার পাথেয়' খুঁজে পাওয়ার দৃঢ় আশা। আল্লাহ! একমাত্র তোমারই অনুগ্রহ। আলহামদুলিল্লাহ!

'চেতনার' চেতনাদীপ্ত উদ্যোগের জন্য পাঠকসমাজ তাদেরকে নতুন করে চিনতে শিখবেন। কৃতজ্ঞতা তাদেরও প্রাপ্য। আমাদের সবকিছু হোক আল্লাহর জন্যই!

মুফতি জিয়ার নগণ্য ছাত্র
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
মারকাজুল আফনান,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
২০ জুমাদাল উলা,
১৪৪৪ হিজরি

আল্লাহকে পেতে হলে

আমরা সৎকর্ম সম্পাদনের সৌভাগ্য কীভাবে লাভ করলাম? আমাদের ইলম অর্জনের তাওফিক হলো কীভাবে? আমরা কীভাবে ইসলামের নেয়ামতে ধন্য হলাম? এগুলো তো এমন কাজ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন কেবল তাকেই দান করেন,

﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

‘এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।’[১]

পড়ালেখা ও দ্বীনি ইলম অর্জনের তাওফিক হলে অহংকার করবেন না; আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা আদায় করুন। কারণ, তা আপনার কৃতিত্ব নয়; মহান আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ। ওয়াজ-নসিহত করার সুযোগ হলে নিজেকে বড় মনে করবেন না; তা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করুন। সর্বাবস্থায় আল্লাহমুখী থাকার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

> ‘হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। একমাত্র আল্লাহই হলেন অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।’[২]

মানুষকে আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষী বলেছেন। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে মনে করি চতুর ও অমুখাপেক্ষী। ইলম অর্জনকারী নিজের ইলম নিয়ে বড়াই দেখায়। আল্লাহ তাআলা যেন বলেন, আরে তুমি তো সেই ইলমের ফকির (মুখাপেক্ষী)। আমি ইচ্ছা করেছি, তাই তোমাকে ইলম ও জ্ঞান দান করেছি। প্রজ্ঞা ও হেকমত শিখিয়েছি। আমি চাইলে মুহূর্তের মধ্যে সেই ইলম-জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছিনিয়ে নিতে পারি। একজন যোগ্য ও প্রাজ্ঞ আলেম হতে ত্রিশ-চল্লিশ বছর সময় লাগে। চল্লিশ বছরের অর্জিত ইলম নিয়ে নিতে এক সেকেন্ডও লাগে না। মাথার ব্রেইন পরিবর্তন করে দিলে নিমিষেই সব ইলম

---

[১] সূরা মায়েদা, ৫৪

[২] সূরা ফাতের, ১৫

ম্লান হয়ে যায়। আমরা সবাই তো আল্লাহর দরবারের ভিখারি। যাপিত জীবনে আমাদের সবকিছু আল্লাহর দেওয়া। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ধার নেওয়া। ধারকৃত বস্তু নিয়ে বড়াই দেখাতে নেই। সব নেয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমানত হিসেবে দিয়েছেন। আমানতের বস্তু নিয়ে অহংকার করা যায় না। টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমানতস্বরূপ। আমাদের করায়ত্তে এগুলো আজকে আছে, কালকে নেই। এলাকায় চোখ বুলিয়ে দেখুন—অনেক মানুষ কোটিপতি ছিল। কিছুদিন পর সব হারিয়ে পথের ভিখারি হয়ে গেল।

ایں امانت چند روز نزد ماست
در حقیقت مالک ہر شی خدا است

‘এই আমানত দেওয়া হয়েছে কিছু কালের জন্যে
সবকিছুর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর করায়ত্তে।’

আচ্ছা মনে করুন, আপনার কাছে কেউ এক রাতের জন্য এক কোটি টাকা আমানত রেখেছে। সে কারণে আপনি কি নিজেকে বড়লোক ও বিত্তশালী মনে করবেন? না, কক্ষনো মনে করবেন না। কারণ, রাত পোহালেই টাকা মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। তেমনইভাবে এ দুনিয়াতে আপনি যত সহায়-সম্পত্তি ও টাকা-পয়সার মালিক হোন না কেন, তা তো আপনার কাছে অতি জোর ষাট থেকে সত্তর বছর থাকবে। এরপরে সব চলে যাবে অন্যদের হাতে। আপনি চলে যাবেন কবরে। সুতরাং ক্ষণিকের এই বস্তুর জন্য অহংকার করতে নেই। আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা সকলে ফকির।’ ফকির হয়ে কেন আমরা বাহাদুরি করি। শরীর নিয়ে কেন এত দম্ভ? একটু অসুস্থ হলে তো জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাই। টাকা-পয়সা নিয়ে কীসের অহংকার? চোর-ডাকাতের কবলে পড়লে তো হয়ে যাই নিঃস্ব। বান্দার জন্য তো অহংকার ও অহমিকার আগুনে দগ্ধ না হয়ে, ফকির ও ভিখারি বেশে আল্লাহ তাআলার খোঁজে মত্ত থাকা জরুরি। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম কুতবে জামান আল্লামা মুফতি আজিজুল হক[৩] রহ. বলেন,

---

[৩] উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি দরসগাহ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুহতামিম হলেন কুতবে জামান মুফতি আজিজুল হক রহ.। প্রচারবিমুখ এই মহান সাধক ১৩৩২ হিজরিতে চট্টগ্রাম পটিয়া থানার চরকানাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বংশধর মাওলানা নূর আহমাদ রহ. হলেন তার সম্মানিত পিতা। তিনি ১৪৪৩ হিজরিতে প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া জিরিতে দাওরায়ে

تجھے ڈھونڈتا ہوں تجھے ڈھونڈتا ہوں

تیرے راہ کدھر ہے بتادے خدایا
‘প্রভু তোমার খোঁজে মত্ত আমি দিবানিশি
রাস্তা তোমার কোনদিকে বলো না দেখি।’

আমরা ইলম অর্জন করি আল্লাহ তাআলাকে খোঁজার জন্য। আল্লাহকে কীভাবে পাব, সেই পথ চেনার জন্য। আমরা তাবলিগে যাই, হজে গমন করি, মাদরাসায় পড়ি, মাহফিলে বসি, আলেমদের সান্নিধ্যে যাই, আল্লাহওয়ালার হাতে বায়আত গ্রহণ করি, জাকাত দিই, দান করি—এককথায় আমাদের সব আমলই আল্লাহকে খোঁজার জন্য। হুজুরের শেরটি আবারও পড়ুন। বারবার পড়ুন। ভাবুন। চিন্তার জগতে ডুব দিন। আল্লাহ তাআলাকে পেতে চাওয়ার কোমল অনুভূতি অন্তরে লালন করুন।

تجھے ڈھونڈتا ہوں تجھے ڈھونڈتا ہوں

تیرے راہ کدھر ہے بتادے خدایا
‘প্রভু তোমার খোঁজে মত্ত আমি দিবানিশি
রাস্তা তোমার কোনদিকে বলো না দেখি।’

উক্ত শেরটি মূলত সূরা ফাতিহার নিম্নোক্ত আয়াতের অনুবাদ—

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

হাদিস সমাপ্ত করার পর দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরে হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। ১৩৪৪ হিজরিতে বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর সাহচর্যে প্রায় নয় মাস আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধি চর্চা করে দেশে ফিরেন। ১৩৪৫-১৩৫৯ হিজরি পর্যন্ত জিরি মাদরাসায় মুফতি ও মুফাসসিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা জমিরুদ্দিন আহমদ রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। জিরি মাদরাসায় থাকা অবস্থায় তাঁর শায়খ আল্লামা জমিরুদ্দিন আহমদ রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পটিয়ায় ‘জমিরিয়া কাসেমুল উলুম’ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সংকট ও নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি এ মাদরাসার খেদতমতে রত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ মাদরাসা হয়ে ওঠে উপমহাদেশের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তিনি আজীবন এ মাদরাসার মুহতামিম হিসেবে খেদমতে রত ছিলেন। বর্তমানে তা ‘জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া’ নামে প্রসিদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের এই মহান ব্যক্তি ১৫ রমজান ১৩৮০ হিজরি মোতাবেক ৩ মার্চ ১৯৬১ ঈসাব্দ সনে আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেন। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ‘মাকবারায়ে আজিজি’তে তাকে দাফন করা হয়।

> ‘আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো।’[৪]

আমাদের অনেকে দুনিয়ার খোঁজে, ভোগ-বিলাসিতা ও দুনিয়াবি স্বাচ্ছন্দের পেছনে কাটিয়ে দিচ্ছে। অথচ দুনিয়া এমন জিনিস, যা পাওয়া সুনিশ্চিত না। পেতেও পারে, নাও পেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾

> ‘কেউ দুনিয়া কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, দুনিয়াতেই তাকে তা নগদ দিয়ে দিই। অতঃপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।’[৫]

অনেক মানুষ দুনিয়া তালাশ করেছে, কিন্তু দুনিয়ার ছিটেফোঁটাও পায়নি। বহু লোককে দুনিয়ার আংশিক দেওয়া হয়েছে বটে; কিন্তু সে এত বেশি পায়নি, যে পরিমাণ সে কামনা করেছে। মোদ্দাকথা, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছে দান করেন, যে পরিমাণ চান ততটুকুই দেন। পক্ষান্তরে কেউ যদি আল্লাহকে পেতে চায়, আখেরাতে হতে চায় সফল ও সম্মানিত, তার প্রচেষ্টা বৃথা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

> ‘আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের চেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।’[৬]

তার মানে হলো, কেউ আখেরাত তালাশ করলে, পরকালে শান্তি ও প্রশান্তির আশায় আমল ও চেষ্টা চালিয়ে গেলে সে পুরস্কৃত হবে। তাতে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না। একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি। ধরুন, আপনি একটি বৃক্ষ রোপণ করলেন দুনিয়াতে উপকৃত হওয়ার আশায়। সে বৃক্ষ ফলজও হতে পারে; হতে পারে ফলহীন বাঁজা। অথবা গাছটি ডালপালা ছড়িয়ে বিস্তৃত হওয়ার পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যেতে

---

[৪] সূরা ফাতিহা : ৬

[৫] সূরা বনি ইসরাইল : ১৮

[৬] সূরা বনি ইসরাইল : ১৯

পারে। কিন্তু আখেরাতের পুরস্কার ও প্রতিদানের নিয়তে যদি আপনি একবার ‘সুবহানাল্লাহ’ পড়েন, তাহলে জান্নাতে আপনার জন্য লাগানো হবে একটি বৃক্ষ। পরকালে সে বৃক্ষ যে আমাদের উপকারে আসবে—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হাদিসে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»

> ‘মিরাজের রাতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতকে আমার সালাম জানাবেন। আর তাদেরকে বলবেন, জান্নাতের জমিন অতীব সুগন্ধ এবং তার পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। তা (গাছপালাহীন) একটি সমতল ভূমি। তার চারা হলো, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।’ (সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত পূত-পবিত্র; আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য; লা ইলাহা ইল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সবার বড়)।[৭]

আল্লাহকে তালাশ করলে পাবেন। আখেরাতের জন্য মেহনত করলে আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলি থানবি রহ. একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন,

> ‘হারুনুর রশিদ বাদশাহর রানি ছিল চারজন। চারজনই রূপসী। চাঁদের মতো সুন্দরী। একজন বাঁদি ছিল। সে ছিল কালো ও কুৎসিত। বাদশাহ তার রমণীদের যতই-না ভালোবাসতেন, এই কালো বাঁদিকে এর চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তাই চার রমণী একজোট হয়ে বাদশাহর কাছে গিয়ে নালিশ করল, ‘আমরা আপনার রমণী, সে হলো আপনার বাঁদি। তা ছাড়া আমরা হলাম

---

[৭] *জামে তিরমিজি*, ৫/৩২২, হাদিস নং : ৩৪৬২ [ইমাম তিরমিজি রহ., ইবনে হাজার আসকালানি রহ. উক্ত হাদিসকে হাসান বলেছেন। দ্রষ্টব্য, *তাখরিজু মিশকাতিল মাসাবিহ*, ২/৪৩৯; *নাতাইজুল আফকার*, ১/১০২]

> রূপসী ও সুন্দরী, সে হলো কালো ও কুৎসিত; কিন্তু আপনি আমাদের চারজনকে যতই-না ভালোবাসেন, সে একা একজনকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। এর কারণ জানতে চাই আমরা।' বাদশাহ তাদের প্রশ্ন শুনে নিশ্চুপ রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, তাদেরকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে। কিছুদিন পর বাদশাহ তার সব সম্পত্তি ও ধনভান্ডার উন্মুক্ত করে দিলেন। হিরা, মুক্তা, জওহর ও পান্না সবকিছু পেশ করলেন। এরপর বাদশাহ বললেন, 'আজ সবকিছু তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ আমার যেকোনো বস্তুর ওপর হাত রাখলে নিমিষেই সে তার মালিক হয়ে যাবে!' এ সুযোগে সবচেয়ে দামি ও উত্তম বস্তুটির কীভাবে মালিক হওয়া যায়, সব রানিই সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। কিন্তু এ কালো বাঁদি বাদশাহর অদূরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। রানিরা বলাবলি করল, 'দেখো না, বাদশাহর ধনভান্ডার বণ্টন হচ্ছে, কিন্তু নাদান বাঁদি দাঁড়িয়ে আছে।' তখন বাঁদি বাদশাহকে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি যে ফরমান জারি করলেন তা পুনরায় বলুন তো?' বাদশাহ বলল, 'আজ সবকিছু তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ আমার যেকোনো বস্তুর ওপর হাত রাখলে নিমিষেই সে তার মালিক হয়ে যাবে!' বাদশাহ এ কথা শেষ না করতেই বাদি বাদশাহর মাথায় হাত রেখে বলল, 'আপনার মাথায় হাত দিলাম। সুতরাং আপনি আমার।'

আমার শায়খ মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী[৮] রহ. উক্ত বাঁদির অবস্থা বর্ণনা দিয়ে বলতেন, 'তোমরা নিয়েছ জিনিস, আমি নিয়েছি 'গিরিছ' (মালিক)।'

---

[৮] ক্ষণজন্মা প্রথিতযশা একজন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ.। তিনি চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বোয়ালিয়া গ্রামে ১৯১১ ঈসাব্দ সনে জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রামের নামানুসারেই পরবর্তী সময়ে তিনি বোয়ালভী সাহেব নামে বিখ্যাত হন। তিনি চট্টগ্রামের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া জিরি মাদরাসায় পড়ালেখা করেন এবং সেখান থেকেই দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। তিনি দুই বছর বোয়ালিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় খেদমত করেন। এরপর নিজের উস্তাদ ও আধ্যাত্মিক রাহবার মাওলানা মুফতি আজিজুল হক রহ.-এর আহ্বানে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বিনয়,-নম্রতা, নির্লোভ মানসিকতা, সাদাসিধে চালচলন, পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি অনিহা ও অল্পেতুষ্টি ছিল তার চরিত্রের অন্যতম দিক। ফলে তার জ্ঞান ভান্ডারে সংযুক্ত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান তথা ইলমে লাদুন্নি। জামিয়া পটিয়ায় তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন এ কথার বাস্তব প্রমাণ। এর বাইরে বয়ান, নসিহত এবং আধ্যাত্মিক রাহবার হিসেবে তাঁর কথাগুলো আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কুতবে জামান আল্লামা